দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৬

02

শিক্ষাঙ্গন

কৃষি শিক্ষায় সমস্যা

প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে বাংগালীরা কৃষি নির্ভর হলেও এদেশে এই লোকায়িত বিজ্ঞান শিক্ষার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজরা প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা চালু করে এক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা করে। বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারী কলেজ ও তেজগাঁও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক যে কৃষি শিক্ষার পত্তন বাংলাদেশে হয় তা আজ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক কৃষি কলেজ ও বহুসংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিকাশ লাভ করেছে।

১৯৭২-৭৩ সনে কৃষি গ্রাজুয়েটদের মর্যাদার যথোচিত স্বীকৃতি হওয়ায় কৃষি শিক্ষায় মেধাবী ছাত্রদের প্রবাহ বিপুল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গত ১৫-১৬ বৎসর বিপুলসংখ্যক মেধাবী কৃষিবিদ বৈদেশিক উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ প্রশাসনে যোগ দেওয়ায় কৃষি বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে জনশক্তির ব্যাপক মানোন্নয়ন হয়েছে। বস্তুত কৃষি উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনশক্তির অভাব এখন সমস্যা নয়। কৃষি শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ও প্রচলন করেছে তা আধুনিক। কিন্তু কৃষি উন্নয়নে এই শিক্ষা ফলপ্রদ না হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায়— ১। কৃষি শিক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতা, ২। সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা এবং ৩। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা।

মূলতঃ বৈদেশিক উপদেশ ও পৃষ্ঠপোষণ বহু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চালু হলেও কৃষি গবেষণা দেশের চাহিদা মেটাতে শোচনীয়ভাবে অপারগ রয়ে গেছে। যার প্রধান কারণগুলো হচ্ছেঃ

১। গবেষকদের অসাধুতা, ২। সঠিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতা, ৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, ৪। প্রশাসনিক জটিলতা ও পক্ষপাতিত্ব, ৫। সরকারী নীতিমালার অভাব, ৬। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৭। গবেষণা মূল্যায়নের ব্যবস্থাহীনতা ও সকল গবেষকদের সম্মান প্রদানে ব্যর্থতা, ৮। শ্রমিক অসন্তোষ ও সমাজ বিরোধীদের উৎখাত। একটি গণমুখী সরকারই এই সব সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

পেশামূলক ও বৃত্তিমূলক হওয়া সত্ত্বেও ভেটেরিনারী শিক্ষা বর্তমানে অনেকটা চাকুরী কেন্দ্রিক রূপ নিয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়ের মাঝে সৃষ্ট সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণাই এর মূল কারণ। এ দুর্বলতা নিরসনকল্পে প্রয়োগিক শিক্ষার অধিক সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা সূচী, ব্যবস্থাপনার একটি সংশোধন এবং ডিগ্রী প্রদানের পূর্বে মাঠ পর্যায়ের নিবীড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অত্যাবশ্যকীয় করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবেষণা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঠ পর্যায়ে বিরাজিত সমস্যার সমাধান ও গবেষণা কর্মের আত্মিক সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। ফলে বাস্তব সমস্যা আর গবেষণা কাজের সমান্তরাল রেখা পরস্পর বিপরীত দুই বিন্দুতে স্থাপিত হয়ে দুঃখজনক বিলাসিতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

গবাদিপশুর উন্নয়ন, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাস্তব ও ভারসাম্য নীতি প্রণয়ন করে গবেষণার বিষয়-বস্তু, পরিধি ও গভীরতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী কিংবা গবেষণা প্রকল্পসমূহ সমন্বিতভাবে এ নীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা উচিৎ। অন্যথায় শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে জ্ঞানের উন্মেষ, সৃজন ও প্রসারতা সৃষ্টির পরিবর্তে এক দুঃখজনক বন্ধ্যাত্বের আবর্তে নিমজ্জিত হতে থাকবে।

—দেওয়ান রাশীদুল হাসান